গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
নথি
ডাইরি নং ৬৮৯
তারিখ ১১/১/২৬
স্বাক্ষর

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১২.২৫-১৬

তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪৩২
১১ জানুয়ারি ২০২৬

বিষয়ঃ 'মেসার্স বাকলিয়া সিএনজি ফিলিং স্টেশন'-এ যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত সওজ মালিকানাধীন ১.৭৫ শতাংশ ভূমি ইজারা প্রদান।

সূত্রঃ ১। তাঁর দপ্তরের স্মারক নম্বর- ৩৫.০১.০০০০.০০১.৩১.০০৩.২৫.২০০, তারিখ-৩০.০১.২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের স্মারক নম্বর- ৩৫.০০.০০০০.০৫১.০৯৯.০০১.২৫-২৬৭, তারিখ-০৮.০৭.২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এর আলোকে চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় (এন-১) মহাসড়কের ২৪৪তম কিলোমিটার (চেইনেজ ২৪৩+১০০)-এ হযরত শাহ আমানত (রহ.) সেতু (কর্ণফুলী সেতু) সংযোগ সড়কাংশে মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বে বাকলিয়া মৌজার জেএল নম্বর-১৫, বিএস সীট নম্বর-৩ বিএস-২৬৬৭, ২৬৮৪, ২৬৮৫ ও ২৬৯৪ (প্রতিটির অংশ)-এর ১.৭৫ শতাংশ সওজ মালিকানাধীন ভূমি মেসার্স বাকলিয়া সিএনজি ফিলিং স্টেশন'-এ যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্ধারিত ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি বাবদ (প্রযোজ্য ভ্যাট ১৫% ও ১০% আয়করসহ) সর্বমোট **৪,৭৭,২২৫.০০ (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত পঁচিশ)** টাকা অগ্রিম সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সাপেক্ষে আবেদনকারী জনাব মোঃ সেলিম ও আবু হানিফা, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স বাকলিয়া সিএনজি ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলোঃ

শর্তসমূহঃ

১)	**এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;**
২)	ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে। **ভ্যাট ও ট্যাক্স এর হার যদি সরকার কর্তৃক বৃদ্ধি পায় তবে তা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে;**
৩)	প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
৪)	কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
৫)	প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
৬)	ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ডিজাইন ইউনিট হতে অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর ন্যূনতম ১.৫০ মিটার x ২.০০ মিটার ক্রস সেকশনের আর.সি.সি কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে, যার নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
৭)	ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং প্রবেশপথের ভূমি প্রবেশপথ ব্যতিত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ইজারা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো প্রকার নির্মাণ সামগ্রী/বর্জ্য সড়কের উপর রাখা/ফেলা যাবে না। প্রবেশপথের কোন অংশ পাকা সড়কের উপর বর্ধিত করা যাবে না;
৮)	ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত বাৎসরিক ইজারা ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
৯)	**ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং মহাসড়ক সম্প্রসারণের সময় প্রস্তাবিত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে;**
১০)	ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
১১)	ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

১২)	কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
১৩)	ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;
১৪)	উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার জন্য আবেদনকারী/আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে;
১৫)	চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত বাৎসরিক ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবে না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে **১ নম্বর শর্তের** কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
১৬)	ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত বাৎসরিক ইজারা ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
১৭)	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ৩(তিন) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে এবং প্রতি বছর ৩০(ত্রিশ) ডিসেম্বর এর মধ্যে আরোপিত শর্তপুরণ হয়েছে কি-না সে বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন;
১৮)	মহাসড়ক আইন, ২০২১ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে এবং উক্ত আইন অনুযায়ী ১০ মিটারের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূমিতে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে নির্মিত স্থাপনাসমূহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজ দায়িত্বে দ্রুত অপসারণ করতে হবে;
১৯)	আবেদনকারীর বাণিজ্যিক ভবন এবং শিল্প কারখানায় মালামাল লোডিং, আনলোডিং করার পর্যাপ্ত জাগয়া সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ড্রইং বা নক্সা প্রদান করতে হবে। আবেদনকারী/লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে, লীজ বাতিল মর্মে গণ্য হবে;
২০)	মহাসড়কের উপর এবং মহাসড়কের Right of Way (RoW) বরাবর কোন ধরণের পার্কিং করা যাবে না;
২১)	সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
২২)	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে, ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে;
২৩)	**বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;**
২৪)	চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পূর্বে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। অন্যথায় নতুন করে ইজারা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। নবায়ন ফি পূর্বতন বাৎসরিক ইজারা ফি'র ১০% অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করতে হবে;
২৫)	উপরিউক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
২৬)	সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে; এবং
২৭)	ইজারা ফি বাবদ জমাকৃত অর্থের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/চালানের সত্যায়িত কপি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(শরন কুমার বড়ুয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২-২২৩৩৫২২২৮
estate.sec@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১২.২৫-১৬/১(৭)

তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪৩২
১১ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জোন, সড়ক ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, এমআইএস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সড়ক সার্কেল, চট্টগ্রাম।
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
০৭. জনাব মোঃ সেলিম ও আবু হানিফা, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স বাকলিয়া সিএনজি ফিলিং স্টেশন,২৫৯০/এ শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়ক, পূর্ব বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

(শরন কুমার বড়ুয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব